শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ বিচার

নবদ্বীপ-শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-মঠতঃ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ বিচার

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-মঠতঃ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

পরমহংস ঠাকুর

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ রচিত

'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থান্তর্গত—

শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ বিচার

—প্রচার-সংস্করণ—

নবদ্বীপ-শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-মঠ হইতে
শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও তৎকর্ত্তৃক
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে
মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, পোঃ নবদ্বীপ,
জেলা নদীয়া, পঃ বঃ।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘ (রেজিঃ)
৪৮৭, দমদম পার্ক (৩ নং পুকুরের নিকট)
কলিকাতা ৭০০০৫৫। ফোন নং ৫৭-৩২৯৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘ
গৌরবাট সাহী, স্বর্গদ্বার, পুরী—পিন ৭৫২০০১
উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্রাম + পোঃ হাপানিয়া, জেলা— বর্দ্ধমান।
পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরকে আমরা দেখিনি কিন্তু বহু পরবর্ত্তী কালে যে নামাচার্য্য-ভাস্কর বদ্ধজীবের অবিদ্যাতমঃ বিনাশলীলায় নিজেকে সপরিকরে সর্ব্বতোভাবে এজগতে বহুরূপে প্রকটিত রাখিয়া আজও দ্বারে দ্বারে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র বিতরণ করিয়া চলিয়াছেন, সেই সারস্বত-গৌড়ীয়ের প্রাণপুরুষ ঠাকুর শ্রীল কেদারনাথ ভক্তিবিনোদের নিরন্তর সেবাস্রোতস্বিনীর বিমল প্রবাহের কণা-স্পর্শে ধন্য হইয়াছি—একথা লাজ-বীজ খাইয়াও স্বীকার করিতে হইবে। আজ যদি ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ আবির্ভূত না হইতেন, তবে ত্রয়োদশ

অপসম্প্রদায়ের "নিজভোগে গড়া গৌরাঙ্গের" দয়ায় "অপূর্ব্ব বৈষ্ণবতত্ত্ব" সম্বন্ধে কোন ধারণাই করার সুযোগ হইত না। তাঁহারই কৃপায় সমগ্র বিশ্ব আজ পরমানন্দে "জয় শচীনন্দন", "জয় নিতাই গৌরাঙ্গ" "জয় পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া নৃত্য করিতেছে এবং "অভূদ্গেহে গেহে তুমুল-হরিসংকীর্ত্তনরবো বভৌ দেহে দেহে বিপুলপুলকাশ্রুব্যতিকরঃ"—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের এই শ্লোক মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে। আজ অপরাধ বিহীন শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন-প্রচেষ্টায় সমগ্র বিশ্বের যে সমস্ত ভাগ্যবান জীবকুল ব্যাকুলভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদেরই সুষ্ঠু সেবার জন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপূর্ব্বদান "জৈবধর্ম্ম" গ্রন্থ হইতে "শ্রীনামতত্ত্ব, নামাভাস ও নামাপরাধবিচার" অংশটী পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া তাঁহারই পরমাদৃত পরমাশ্রিত দাস-দাসানুদাসগণের করকমলে সমর্পণ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইলাম।

যাঁহারা নামাভাস ও নামাপরাধের বিচার পূর্ব্বক শুদ্ধ নামচিন্তামণির সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করিয়া

শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবার অপূর্ব্ব চমৎকারিতা অনুভব করিতে করিতে আনন্দচিন্ময়রসবিগ্রহ নামপ্রভুর কৃপালাভে কৃতার্থ হইতে চাহেন—তাঁহারা অবশ্যই ইহা নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ রূপে গ্রহণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অলমতি বিস্তরেণ—

ইতি—

দীনাধম

শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চমী

প্রকাশক

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথি

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮।

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধরদেব গোস্বামী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত নামতত্ত্ববিচারারম্ভ)

বিল্বপুষ্করিণী একটী রমণীয় গ্রাম ; তাহার উত্তর ও পশ্চিমদিকে ভাগীরথী প্রবাহমানা। বিল্ববনবেষ্টিত পুষ্করিণীতীরে বিল্বপক্ষ মহাদেবের মন্দির ; তাহার অনতিদূরে ভবতারণ বিরাজমান। একদিকে বিল্ব-পুষ্করিণী অন্যদিকে ব্রাহ্মণপুষ্করিণী—উভয় পল্লীর মধ্যে 'সিমুলিয়া' নামে গ্রাম শ্রীনবদ্বীপ-নগরের একান্তে অবস্থিত। সেই বিল্বপুষ্করিণীর মধ্যবর্ত্তী রাজপথের উত্তরে ব্রজনাথের গৃহ। বিজয়কুমার স্বীয় ভগিনীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া কিছুদূর গমন করতঃ মনে করিলেন যে, 'নামতত্ত্ব না জানিয়া বাটী যাইব না'। বিল্বপুষ্করিণীতে পুনরাবর্ত্তন করতঃ আবার ভগিনী ও ভাগিনেয়কে দর্শন করিয়া বলিলেন—'আমি আর দুই একদিন থাকিয়া বাটী যাইব'। অপরাহ্নে ব্রজনাথের চণ্ডীমণ্ডপে রামানুজীয় (রামানন্দীয় ?) সম্প্রদায়ী শ্রী-তিলকধারী দুইটী বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। ব্রজনাথের বাটীর সম্মুখে দিব্য একটী পনসবৃক্ষের ছায়ায় উক্ত বৈষ্ণবদ্বয় আসন করিয়া বসিলেন এবং পতিত কাষ্ঠসকল আহরণ করতঃ একটী ধুনী জ্বালাইয়া ইন্দ্রাশনের ধূম্র পান করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথের জননী অতিথিসেবায় আনন্দলাভ করিতেন। অভুক্ত অতিথি দেখিয়া তিনি গৃহ হইতে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিলেন; তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া রোটিকা পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। বৈষ্ণবদ্বয়ের প্রশান্ত মুখশ্রী দর্শন করিয়া ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার তাঁহাদিগের নিকট ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইলেন। ব্রজনাথ ও বিজয়ের গলে তুলসীমালা এবং অঙ্গে দ্বাদশতিলক দেখিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান করতঃ বিস্তীর্ণ কম্বলের উপর বসাইলেন। ব্রজনাথের প্রশ্নক্রমে একটী বাবাজী কহিলেন,—মহারাজ, আমরা অযোধ্যা দর্শন করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়াছি, চৈতন্যপ্রভুর লীলাস্থান দর্শন করিব—ইহাই আমাদের মানস। ব্রজনাথ কহিলেন,—আপনারা শ্রীনবদ্বীপেই পৌঁছিয়াছেন; অদ্য এইস্থানে বিশ্রাম করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও শ্রীবাস-অঙ্গন দর্শন করুন।

বাবাজীদ্বয় মহানন্দে শ্রীগীতা হইতে পাঠ করিলেন (১৫।৬)—"যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" আমরা আজ ধন্য হইলাম—সপ্তপুরীমধ্যে প্রধান শ্রীমায়াপুরতীর্থ দর্শন করিলাম।

বাবাজীদ্বয় সেই পনসবৃক্ষতলে আসীন হইয়া 'অর্থপঞ্চক'* আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই অর্থপঞ্চকে 'স্ব-স্বরূপ', 'পর-স্বরূপ', উপায়-স্বরূপ' পুরুষার্থ-স্বরূপ এবং 'বিরোধি-স্বরূপ'—এই পাঁচটী বিষয়ের বিবরণ শ্রবণ করতঃ বিজয়কুমার শ্রীসম্প্রদায়ের তত্ত্বত্রয় লইয়া অনেক বিচার করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ বিচার হইলে পর বিজয়কুমার বলিলেন—আপনাদের সম্প্রদায়ে শ্রীনামতত্ত্বের কিরূপ সিদ্ধান্ত আছে বলুন। উক্ত বৈষ্ণবদ্বয় তদুত্তরে যাহা কিছু বলিলেন, তাহা শুনিয়া ব্রজনাথ ও বিজয়ের মনে কিছুমাত্র সুখ হইল না। ব্রজনাথ কহিলেন—মামা, অনেক বিচার করিয়া দেখিলাম যে, কৃষ্ণনামাশ্রয় ব্যতীত জীবের আর মঙ্গল নাই। শুদ্ধকৃষ্ণনাম জগতে প্রচার করিবার

* শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

নিমিত্ত আমাদের প্রাণেশ্বর গৌরাঙ্গ এই মায়াপুরতীর্থে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগুরুদেব গতকল্য যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত ভক্তিপ্রকারের মধ্যে শ্রীনামই প্রধান ; আরও বলিয়াছিলেন যে, নামতত্ত্ব পৃথগ্‌রূপে বুঝিয়া লইবে। মামা, চলুন অদ্যই সন্ধ্যাকালে এই বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিয়া লই। অতিথি-বৈষ্ণবদিগকে বিশেষ যত্ন করতঃ তাঁহারা নানাবিধ আলোচনায় অপরাহ্নকালটী যাপন করিলেন।

সন্ধ্যা-আরাত্রিক সমাপ্ত করিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীবাস-অঙ্গনে বকুল-চবুতরার উপর বসিয়া আছেন ; বৃদ্ধ রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয় তন্মধ্যে বসিয়া তুলসী মালায় নামসংখ্যা করিতেছেন, এমন সময় ব্রজনাথ ও বিজয় আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। বাবাজী মহাশয় তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করতঃ কহিলেন,—'তোমাদের ভজনসুখ বৃদ্ধি পাইতেছে ত'? বিজয় করজোড়ে কহিলেন,—প্রভো, আপনার কৃপায় আমাদের সর্ব্বত্র মঙ্গল ; কৃপা করিয়া অদ্য আমাদিগকে নামতত্ত্ব উপদেশ করুন। বাবাজী মহাশয় প্রফুল্লবদনে

বলিতে লাগিলেন—ভগবানের নাম দুইপ্রকার, মুখ্য ও গৌণ, জগৎসৃষ্টি হইতে মায়াগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক যে সকল নাম প্রচলিত হইয়াছে, সে সমস্তই গৌণ অর্থাৎ গুণসম্বন্ধীয়—'সৃষ্টিকর্ত্তা', 'জগৎপাতা', 'বিশ্ব-নিয়ন্তা', বিশ্বপালক', 'পরমাত্মা' প্রভৃতি বহুবিধ গৌণ নাম ; আবার মায়াগুণের ব্যতিরেকসম্বন্ধে 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি কয়েকটী নামও গৌণনাম মধ্যে পরিগণিত। এই সমস্ত গৌণনামে বহুবিধ ফল থাকিলেও সাক্ষাৎ চিৎফল সহসা উদিত হয় না। ভগবানের চিজ্জগতে যে মায়িক কাল ও দেশের অতীত নামসকল নিত্য-বর্ত্তমান, সেই সমস্ত নামই চিন্ময় ও মুখ্য—'নারায়ণ', 'বাসুদেব', 'জনার্দন', 'হৃষীকেশ', 'হরি', 'অচ্যুত', 'গোবিন্দ', 'গোপাল', 'রাম' ইত্যাদি সমস্তই মুখ্য-নাম ; এসমস্ত নাম চিদ্ধামে ভগবৎস্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে নিত্য বর্ত্তমান। এই নাম জড়জগতে মহাসৌভাগ্যবান্ পুরুষদিগের জিহ্বায় ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নৃত্য করেন। নামের সহিত মায়িক জগতের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। নাম স্বভাবতঃ ভগবানের সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন—মায়িক জগতে অবতীর্ণ

হইয়া মায়াকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন। এই জড়জগতে বর্ত্তমান জীববৃন্দের হরিনাম ব্যতীত আর বন্ধু নাই। অতএব বৃহন্নারদীয় পুরাণে—

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ (১)

নামের অনন্তশক্তি। পাপানলদগ্ধ জীবের পক্ষে হরিনাম অখিলপাপের উন্মূলক; যথা গারুড়ে—

অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্ম্মৃগৈরিব ॥ (২)

নামাশ্রিত ব্যক্তির সকল দুঃখই নামকর্ত্তৃক শমিত হয়; সর্ব্বব্যাধিনাশকত্ব-ধর্ম্মও নামে আছে; যথা স্কান্দে—

---

(১) হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন; এই কলিকালে নাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই; অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই

(২) সিংহরবে ভীত মৃগগণ যেরূপ পলায়ন করে, তদ্রূপ পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে নামোচ্চারণ করিলে সর্ব্ব-পাপ দূর হইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি মুক্ত হন।

আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তনাৎ।
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্ ॥ (৩)

হরিনামকারী ব্যক্তি কুল-সঙ্গাদি (পংক্তি) পবিত্র করেন; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্ত্তয়ন্ননিশং হরিম্।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পংক্তিপাবনঃ ॥ (৪)

নামপরায়ণ ব্যক্তির সব দুঃখের উপশম হয়; যথা বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

সর্ব্বরোগোপশমং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
শান্তিদং সর্ব্বরিষ্টানাং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ (৫)

---

(৩) যাঁহার নামস্মরণ-কীর্ত্তন হইতে যাবতীয় আধি-ব্যধিসমূহ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, সেই অনন্তদেবকে আমি নমস্কার করি।

(৪) মহাপাপিষ্ঠও যদি নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া যায় ও তিনি পংক্তিপাবন হন (অর্থাৎ সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন)।

(৫) অনুক্ষণ হরির নাম কীর্ত্তন সর্ব্বপ্রকার রোগ ও উপদ্রবনাশক এবং সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ননাশ করেন বলিয়া মঙ্গলপ্রদ।

নামোচ্চারণকারীর কলি-বাধা থাকে না; যথা বৃহন্নারদীয়ে—

হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ (৬)

নাম শ্রবণ করিবামাত্র নারকীর উদ্ধার হয়; যথা নারসিংহে—

যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিব্যং যযুঃ ॥ (৭)

হরিনাম উচ্চারণ করিলে প্রারব্ধকর্ম্ম বিনষ্ট হয়; যথা ভাগবতে দেখা যায় (১২।৩।৪৪)—

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্
স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।

---

(৬) যাঁহারা নিত্যকাল হরে, কেশব, গোবিন্দ, বাসুদেব—এই বলিয়া নামসমূহ কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের উপর কলির আধিপত্য থাকে না।

(৭) নারকিগণ যে যে স্থানে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিল, সেই সেই স্থানে তাঁহারা হরিভক্তি লাভ করিরা দিব্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥ (৮)

হরিনাম সর্ব্ববেদের অধিক ; যথা স্কান্দে—

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম জ্ঞেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ ॥ (৯)

হরিনাম সর্ব্বতীর্থের অধিক ; যথা বামনপুরাণে—

তীর্থকোটীসহস্রাণি তীর্থকোটীশতানি চ।
তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানি কীর্ত্তনাৎ ॥ (১০)

হরিনামের আভাসও সর্ব্বসৎকর্ম্মের অনন্তগুণে অধিক ; যথা স্কান্দে—

---

(৮) আহা! যাঁহার প্রিয় নাম মুমূর্ষু ও আতুর অবস্থায় এবং পড়িতে পড়িতে, স্খলিত হইতে হইতে বা বিবশ হইয়া গ্রহণ করিলেও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ হয়; কলিকালে দুর্ব্বুদ্ধি লোকই তাঁহার যজন করিতে অনিচ্ছুক হয়—ইহাই দুঃখের বিষয়।

(৯) হে তাত, ঋক্, যজুঃ, সামাদি বেদপাঠে কিছুই প্রয়োজন নাই। গোবিন্দাদি হরিনামই একমাত্র কীর্ত্তনীয়, তুমি তাহাই সর্ব্বদা গান কর।

গোকোটীদানং গ্রহণে খগস্য
প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং
গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ ॥ (১১)

হরিনাম সর্ব্বার্থ দান করেন ; যথা স্কান্দে—

এতৎ ষড়্বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পরম্।
অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ (১২)

হরিনামে সর্ব্বশক্তি আছে ; যথা স্কান্দে—

দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥

---

(১০) শত সহস্রকোটী তীর্থসেবার সমগ্র ফল বিষ্ণুর নামকীর্ত্তন হইতে লাভ করা যায়।

(১১) সূর্য্যগ্রহণে কোটী-গোদান, প্রয়াগ-গঙ্গাদিতে কল্পকাল বাস, অযুত যজ্ঞ ও পর্ব্বত-পরিমাণ সুবর্ণ-দান—এইসব গোবিন্দকীর্ত্তনাভাসের শতাংশের একাংশের সমও নহে।

(১২) অনুক্ষণ বিষ্ণুর এই নামকীর্ত্তনই জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড়্বর্গের বিনাশ ও কামাদিরিপুসমূহের নিগ্রহকারী এবং অধ্যাত্মজ্ঞানের মূল।

রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানসাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতা স্বেষু নামসু ॥ (১৩)

হরিনাম সর্ব্বজগতের আনন্দকর; যথা ভগবদ্গীতায় (১১।৩৬)—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ। (১৪)

যিনি নাম উচ্চারণ করেন, নাম তাঁহাকে জগদ্বন্দ্য করেন। বৃহন্নারদীয়ে—

নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দ্দন।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্ব্বত্র বন্দিতাঃ॥ (১৫)

---

(১৩) শ্রেষ্ঠ দেবগণের সর্ব্বপাপনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী শক্তিসমূহ, যাহা দান, ব্রত. তপ, তীর্থক্ষেত্রাদিতে বর্ত্তমান এবং রাজসূয়াশ্বমেধাদি যজ্ঞে এবং অধ্যাত্মবস্তুর জ্ঞানে নিহিত আছে, ভগবান্ হরি সে সমুদয় শক্তিই আকর্ষণ করিয়া নিজ নামে অর্পণ করিয়াছেন।

(১৪) হে হৃষীকেশ, তোমার গুণকীর্ত্তন শুনিয়া জগৎ হৃষ্ট হইয়া অনুরাগ লাভ করে।

নামই একমাত্র অগতির গতি ; যথা পাদ্মে—

অনন্যগতয়ো মর্ত্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদি বর্জ্জিতাঃ॥
সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতাঃ বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি
ধার্ম্মিকাঃ॥ (১৬)

হরিনাম সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সেব্য ; যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধকে॥ (১৭)

---

(১৫) যাঁহারা নারায়ণ, জগন্নাথ, বাসুদেব, জনার্দ্দন প্রভৃতি নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র বন্দিত হন।

(১৬) যে সকল মানবের আর অন্য গতি নাই, যাহারা বিষয়ভোগী, পরদ্রোহী, জ্ঞানবৈরাগ্যবিহীন, ব্রহ্মচর্য্যাদি তপোবর্জ্জিত, সর্ব্বধর্ম্মাচারবিহীন, তাহারা একমাত্র বিষ্ণুনামানুশীলনদ্বারা যে গতি লাভ করেন, সমুদায় ধার্ম্মিক মিলিত হইয়াও সেই গতি পান না।

(১৭) হরিনাম-লোভীর পক্ষে হরিনাম-গ্রহণে দেশ-কালের নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্টাদি-বিষয়ে নিষেধ নাই।

মুমুক্ষুদিগকে নাম অনায়াসে মুক্তি দান করে ; যথা বারাহে—

নারায়ণাচ্যুতানন্ত-বাসুদেবেতি যো নরঃ।
সততং কীর্ত্তয়েদ্ভুবি যাতি মল্লয়তাং স হি ॥ (১৮)

গারুড়ে—

কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক।
মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥ (১৯)

হরিনাম জীবকে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি করান ; যথা নন্দীপুরাণে—

সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকম্।
নামসংকীর্ত্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ (২০)

---

(১৮) জগতে যে মানব নারায়ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বাসুদেব প্রভৃতি নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন করেন, তিনি ভক্তিযোগদ্বারা আমাতে যুক্ত হন।

(১৯) হে রাজেন্দ্র, যদি (স্বরূপপ্রাপ্তি) মুক্তিবাসনা করেন, তবে গোবিন্দনাম কীর্ত্তন করুন ; হে নরনাথ, সাংখ্য ও যোগাদির কি প্রয়োজন ?

(২০) যিনি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে পাপ-কর্ম্মাদিতে রত, তিনিও সংকীর্ত্তন-প্রভাবে শুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

হরিনাম ভগবানের প্রসন্নতা উৎপত্তি করান, বৃহন্নারদীয়ে—

নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্‌প্রপীড়িতাদিষু।
করোতি সততং বিপ্রাস্তস্য প্রীতো হ্যধোক্ষজঃ ॥ (২১)

হরিনাম ভগবান্‌কে বশীকরণে সমর্থ; যথা মহাভারতে—

ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্ ॥ (২২)

হরিনামই স্বভাবতঃ জীবের পরমপুরুষার্থ; যথা স্কান্দে ও পাদ্মে—

ইদমেব হি মাঙ্গল্যমেতদেব ধনার্জ্জনম্।
জীবিতস্য ফলঞ্চৈতদযদ্দামোদরকীর্ত্তনম্ ॥ (২৩)

---

(২১) হে বিপ্রগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণাদিক্লিষ্ট অবস্থা সত্ত্বেও বিষ্ণুর নামকীর্ত্তন করিলে তাঁহার প্রতি অধোক্ষজ অত্যন্ত প্রীত হন।

(২২) দ্রৌপদী দূরবাসী আমাকে 'হে গোবিন্দ' বলিয়া যে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই ঋণ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া আমার হৃদয় হইতে দূরীভুত হইতেছে না।

ভক্তিসাধনের যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে হরিনাম-কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; যথা বৈষ্ণব-চিন্তামণিতে—

অঘচ্ছিৎস্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনং তু ততো বরম্ ॥ (২৪)

বিষ্ণুরহস্যে—

যদভ্যর্চ্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥ (২৫)

ভাগবতে (১২।৩।৫২)—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ (২৬)

---

(২৩) এই দামোদর-নামকীর্ত্তনই একমাত্র মঙ্গল, একমাত্র নিত্যধন এবং জীবনের একমাত্র ফল।

(২৪) বিপন্নাশন বিষ্ণুর নামস্মরণদ্বারা পাপ দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু তাহা বহু আয়াসে সাধিত হয়, আর ওষ্ঠস্পন্দন হইলেই (কৃষ্ণোচ্চারণ হইবা মাত্র) তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন হইয়া যায়।

(২৫) সত্যযুগে ভক্তির সহিত হরির অর্চ্চন ও শত শত যজ্ঞাদিদ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, কলিযুগে গোবিন্দ-কীর্ত্তনদ্বারা তাহা সমস্তই পায়।

বিজয়কুমার, এখন চিন্তা করিয়া দেখ, হরিনামের আভাসও সকল সৎকর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ; কেননা, সৎকর্ম্মমাত্রই উপায়স্বরূপ হইয়া তত্তদিষ্ট ফল প্রদান-পূর্ব্বক নিরস্ত হয়, বিশেষতঃ সৎকর্ম্ম যেরূপেই হউক, জড়ময়; কিন্তু হরিনাম চিন্ময়, সুতরাং উপায়স্বরূপ হইয়াও তিনি ফলকালে স্বয়ং উপেয়-স্বরূপ। আবার বিচার করিয়া দেখ, ভক্তির যে সমস্ত অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, সে সমস্তই হরিনামকে আশ্রয় করিয়া আছে।

বিজয়। প্রভো, হরিনাম যে চিন্ময়, তাহা বেশ বিশ্বাস হইতেছে; তথাপি এই তত্ত্বটী নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে গেলে অক্ষরস্বরূপ নাম কিরূপে চিন্ময় হইতে পারেন, ইহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক—কৃপা করিয়া বলুন।

বাবাজী। শাস্ত্র (পাদ্মে) বলেন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ॥
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥ (২৭)

---

(২৬) সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান ও দ্বাপরে পরিচর্য্যাকারীর যাহা হয়, কলিকালে হরি-কীর্ত্তনদ্বারা তৎসমুদয় লাভ

নাম ও নামী পরস্পর অভেদতত্ত্ব, এতন্নিবন্ধন নামিরূপ কৃষ্ণের সমস্ত চিন্ময় গুণ তাঁহার নামে আছে, নাম সর্ব্বদা পরিপূর্ণতত্ত্ব ; হরিনামে জড়সংস্পর্শ নাই, তাহা নিত্যমুক্ত, যেহেতু কখনই মায়াগুণে আবদ্ধ হয় নাই ; নাম স্বয়ং কৃষ্ণ, অতএব চৈতন্যরসের বিগ্রহ-স্বরূপ ; নাম চিন্তামণি-স্বরূপে যিনি যাহা চান, তাঁহাকে তাহা দিতে সমর্থ।

বিজয়। নামাক্ষর কিরূপে মায়িকশব্দের অতীত হইতে পারে ?

বাবাজী। জড়জগতে হরিনামের জন্ম হয় নাই। চিৎকণস্বরূপ জীব শুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাহার চিন্ময়শরীরে হরিনাম-উচ্চারণের অধিকারী ; জগতে মায়াবদ্ধ হইয়া জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধনামের উচ্চারণ করিতে পারে না, কিন্তু হ্লাদিনী-কৃপায় স্ব-স্বরূপের যে সময়ে ক্রিয়া হয়, তখনই তাঁহার নামোদয় হয়। সেই নামোদয়ে মনোবৃত্তিতে শুদ্ধনাম কৃপাপূর্ব্বক

---

(১৭) কৃষ্ণনাম চিন্তামণিস্বরূপ, স্বয়ংকৃষ্ণ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ মায়াতীত, নিত্যমুক্ত ; কেননা, নাম-নামীতে ভেদ নাই।

অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের ভক্তিপূত-জিহ্বায় নৃত্য করেন। নাম অক্ষরাকৃতি ন'ন, কেবল জড়জিহ্বায় নৃত্য করিবার সময় বর্ণাকারে প্রকাশিত হন—ইহাই নামের রহস্য।

বিজয়। মুখ্যনামসকলের মধ্যে কোন্ নাম অতিশয় মধুর ?

বাবাজী। শতনামস্তোত্রে বলিয়াছেন—

বিষ্ণোরেকৈকং নামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতম্।
তাদৃক্‌নামসহস্রেণ রামনামসমং স্মৃতম্॥ (২৮)

আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলিয়াছেন—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥ (২৯)

কৃষ্ণনামাপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট নাম নাই। অতএব আমার প্রাণনাথ গৌরাঙ্গ যে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি নাম শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই নিরন্তর করিতে থাক।

---

(২৮) বিষ্ণুর একটী নাম সর্ব্ববেদের অধিক, তাদৃশ সহস্র নাম একটী রামনামের তুল্য।

(২৯) অপ্রাকৃত সহস্র নাম তিনবার আবৃত্তি করিলে যে ফল, কৃষ্ণনামের একবারমাত্র আবৃত্তিতে সেই ফল।

বিজয়। হরিনাম সাধনের পদ্ধতি কি?

বাবাজী। তুলসীমালায় বা তদভাবে করে সংখ্যা রাখিয়া নিরন্তর নিরপরাধে হরিনাম করিবে। শুদ্ধনাম হইলে নামের ফল যে প্রেম, তাহা পাওয়া যায়। সংখ্যা রাখিবার তাৎপর্য্য এই যে, সাধকের ক্রমশঃ নামালোচনা বৃদ্ধি হইতেছে কিনা, জানা যায়। তুলসী হরিপ্রিয় বস্তু সুতরাং তৎসংস্পর্শে নামের অধিক ফল অনুভব করা যায়। নাম করিবার সময়ে কৃষ্ণের স্বরূপ ও নামে অভেদবুদ্ধিপূর্ব্বক নাম করিবে।

বিজয়। প্রভো, সাধনাঙ্গ নববিধ বা ৬৪ প্রকার। একাঙ্গ নাম নিরন্তর করিলে অন্য অঙ্গসাধনের সময় কিরূপে পাওয়া যাইবে?

বাবাজী। ইহাতে কঠিন কি? চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ নববিধ ভক্তির অন্তর্গত। শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনেই হউক বা নির্জ্জনে নাম-সাধনেই হউক, নববিধ ভক্তির সর্ব্বত্র আলোচনা হইতে পারে। শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কৃষ্ণনাম শুদ্ধভাবে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ইত্যাদি হইলেই নাম-সাধন হইল। যেখানে শ্রীমূর্ত্তি নাই, সেখানে শ্রীমূর্ত্তি-স্মরণপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তিতে তাঁহার নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি

সমস্ত নববিধ অঙ্গের সাধন হইতে পারে। যাঁহাদের সুকৃতিক্রমে নাম-কীর্ত্তনে বিশেষ স্পৃহা জন্মে, তাঁহারা নিরন্তর নামকীর্ত্তন করিতে করিতে সকল ভক্ত্যঙ্গের কার্য্য করিয়া থাকেন। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির মধ্যে শ্রীনাম কীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল সাধন—কীর্ত্তনানন্দ-সময়ে অন্য কোন সাধনাঙ্গের পরিচয় না আসিলেও তাহাই যথেষ্ট।

বিজয়। নিরন্তর নাম কিরূপে হয়?

বাবাজী। নিদ্রাকাল ব্যতীত দেহব্যাপারাদির নির্ব্বাহকালে এবং অন্য সময়ে সর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন করার নাম নিরন্তর নামকীর্ত্তন। নামসাধনে কোন-প্রকার দেশ, কাল ও অবস্থাজনিত নিষেধ নাই।

বিজয়। আহা! যে পর্য্যন্ত আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে নিরন্তর নামকরণে শক্তিদান না করেন সে পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-পদবী লাভের কোন আশা দেখি না।

বাবাজী। বৈষ্ণবের প্রকার পূর্ব্বে বলিয়াছি। হৃদয়েশ্বর গৌরাঙ্গ সত্যরাজ খানকে বলিয়াছিলেন যে, যিনি একবার কৃষ্ণনাম করেন, তিনি বৈষ্ণব; যিনি

নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন, তিনি বৈষ্ণবতর; যাঁহাকে দেখিলে অন্যের মুখে কৃষ্ণনাম আইসে, তিনি বৈষ্ণবত্তম। সুতরাং তোমরা যখন শ্রদ্ধার সহিত কখন কখন কৃষ্ণনাম করিতেছ, তখন তোমরা বৈষ্ণবপদবী লাভ করিয়াছ।

বিজয়। শুদ্ধকৃষ্ণনাম ও তদিতর যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহাও বলুন।

বাবাজী। সম্পূর্ণ-শ্রদ্ধোদিত অনন্যভক্তিতে যে কৃষ্ণনামের উদয় হয়, তাহাকেই 'কৃষ্ণনাম' বলে; তদিতর যে কিছু নামের মত লক্ষিত হয়, তাহা হয় নামাভাস, নয় নামাপরাধ হইয়া থাকে।

বিজয়। প্রভো, হরিনামকে 'সাধ্য' বলিব, না 'সাধন' বলিব?

বাবাজী। সাধনভক্তি'র সহিত যখন নাম হইতে থাকে, নামকে 'সাধন' বলিতে পার; আবার যখন 'ভাব' ও 'প্রেমভক্তি'র সহিত নাম হয়, তখন নামকেই 'সাধ্যবস্তু' জানিবে। সাধকের ভক্তির অবস্থাক্রমে নামের সঙ্কোচ ও বিকাশের প্রতীতি হয়।

বিজয়। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণস্বরূপের পরিচয়-ভেদ আছে কিনা?

বাবাজী। কিছুমাত্র পরিচয়-ভেদ নাই; কেবল একটি রহস্য আছে যে, 'স্বরূপ' অপেক্ষা 'নাম' অধিক কৃপা করেন—স্বরূপের প্রতি যে অপরাধ কৃত হয়, তাহা স্বরূপ কখনও ক্ষমা করেন না, কিন্তু স্বরূপের প্রতি অপরাধ ও নিজের প্রতি অপরাধ কৃষ্ণনাম কৃপা করিয়া ক্ষমা করেন। তোমরা নামাপরাধ অবগত হইয়া তাহা যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করতঃ নাম করিবে; কেননা নিরপরাধ না হইলে শুদ্ধনাম হয় না। আগামী কল্য 'নামপরাধ' বুঝিয়া লইবে।

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার নাম-মাহাত্ম্য ও নামের স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া ধীরে ধীরে শ্রীগুরুদেবের পদধূলি লইয়া বিল্বপুষ্করিণী গমন করিলেন।

—:*:—

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত নামাপরাধবিচার)

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার সে রাত্রে বিশুদ্ধভাবে তুলসীমালায় সংখ্যা রাখিয়া অর্দ্ধলক্ষ নাম করিয়া অধিক রাত্রে নিদ্রা গেলেন। উভয়েই শুদ্ধনামে কৃষ্ণকৃপা অনুভব করিয়া পরদিন প্রাতে পরস্পর সমস্ত কথা বলিয়া প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গাস্নান, কৃষ্ণার্চন, হরিনাম, দশমূলপাঠ, শ্রীভাগবত আলোচনা, বৈষ্ণবসেবা ও ভগবৎপ্রসাদ-সেবা ইত্যাদি বিষয়ে দিবস যাপন করতঃ সন্ধ্যার পর শ্রীবাস-অঙ্গনে বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ উভয়ে সমাসীন হইলে পূর্ব্বদিনের প্রস্তাব মত বিজয়কুমার নামাপরাধ-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বীয় স্বাভাবিক প্রসন্নতার সহিত বাবাজী মহাশয় বলিতে লাগিলেন—নাম যেরূপ সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব, নামাপরাধ সেইরূপ সকল প্রকার পাপ ও অপরাধ অপেক্ষা কঠিন। সর্ব্বপ্রকার পাপ ও অপরাধ নামাশ্রয়মাত্রেই দূর হয়, নামাপরাধ তত সহজে যায় না। পাদ্মে—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ (১)

অবিশ্রান্ত নাম করিতে পারিলে নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নামই হরণ করেন। দেখ বাবা, নামাপরাধক্ষয়ের উপায় কত কঠিন! সুতরাং সুবুদ্ধি ব্যক্তি নামাপরাধ বর্জনপূর্ব্বক নাম করিয়া থাকেন। নামাপরাধ যাহাতে উৎপন্ন না হয় এরূপ যত্ন করিতে পারিলে শুদ্ধনাম অতিশীঘ্র উদিত হন। কোন ব্যক্তি অশ্রুপুলকের সহিত নাম করিতেছে, কিন্তু তথাপি অপরাধ-গতিকে উচ্চারিত নাম তাঁহার পক্ষে (শুদ্ধ) নাম হইতেছে না সাধকগণ বিশেষ সতর্ক না হইলে শুদ্ধনাম উচ্চারণ করিতে পারেন না।

বিজয়। প্রভো, শুদ্ধনাম কিরূপ?

বাবাজী। দশ অপরাধশূন্য হরিনামই শুদ্ধনাম। বর্ণাশুদ্ধি ইত্যাদি বিচার কোন কার্য্য নাই। যথা পাদ্মে—

---

(১) নামাপরাধিগণের অপরাধ নামই হরণ করেন। নিরন্তর কীর্ত্তিত হইলেই কৃষ্ণনামে প্রয়োজন (প্রেম) লাভ হয়।

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষাণমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥

এই শ্লোকের অর্থ এই যে,—"হে বিপ্র, একটী হরিনামও যদি কাহারও জিহ্বায় উদিত হন, বা স্মরণ-পথগত হন, অথবা শ্রবণপথগত হন, তিনি (নাম) অবশ্য তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন। নামের বর্ণশুদ্ধতা বা বর্ণের অশুদ্ধতা বা বিধিমত ছেদাদি-রহিততা এস্থলে কোন কার্য্য করে না; কিন্তু বিচার্য্য এই যে, সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন নাম, দেহ, গেহ, অর্থ, জনতা, লোভ প্রভৃতি পাষাণমধ্যে পতিত হইলে শীঘ্র ফল-জনক হন না। এই প্রতিবন্ধক দুই প্রকার অর্থাৎ সামান্য ও বৃহৎ—সামান্য প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম 'নামাভাস' হয়, কিন্তু কিছু বিলম্বে ফল দান করে; বৃহৎ প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম 'নামাপরাধ' হয়, তাহা অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ ব্যতীত বিগত হয় না।"

বিজয়। এখন দেখিতেছি যে, সাধকব্যক্তিগণের

পক্ষে নামাপরাধজ্ঞান ব্যতীত আর উপায় নাই। কৃপা করিয়া নামাপরাধগুলি বলুন।

বাবাজী। নামাপরাধ দশ প্রকার ; যথা পাদ্মে —

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্। (১)
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি-সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥ (২)
গুরোরবজ্ঞা। (৩)

---

(১) সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে ; যে সকল নামপরায়ণ সাধুগণ হইতে জগতে কৃষ্ণনামমাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ হন, শ্রীনাম সেই সকল সাধুগণের নিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন ?

(২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—নামি-শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন এইরূপ মনে করে, অথবা শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা সমান জ্ঞান করে, তাহার সেই হরিনাম (নামাপরাধ) নিশ্চয়ই অহিতকর।

শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনম্। (৪)

তথার্থবাদো। (৫)

হরিনাম্নি কল্পনম্। (৬)

নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন।

বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥ (৭)

ধর্ম্মব্রতত্যাগহুত্যাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি

প্রমাদঃ। (৮)

---

(৩) যে ব্যক্তি নামতত্ত্ববিদ গুরুতে প্রাকৃত বুদ্ধি।

(৪) বেদ ও সাত্বতপুরাণাদির নিন্দা।

(৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি।

(৬) ভগবন্নাম সকলকে কল্পিত মনে করে, সে নাম-অপরাধী।

(৭) যে ব্যক্তি নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয়, বহু যম, নিয়ম, ধ্যান-ধারণাদি কৃত্রিম যোগ-প্রক্রিয়াদ্বারাও তাহার নিশ্চয়ই শুদ্ধি ঘটে না;

(৮) ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ, হোমাদি—এই সকল প্রাকৃত শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নামকে সমান জ্ঞান করাও অনবধানতা।

অশ্রদ্দধানে বিমুখেহপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনাম্যাপরাধঃ ॥ (৯)
শ্রুতেহপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোহপ্যপরাধকৃৎ ॥ (১০)

বিজয়। অনুগ্রহপূর্ব্বক এক একটী শ্লোকের পৃথক্ ব্যাখ্যা করিয়া অপরাধগুলি বুঝাইয়া দিন।

বাবাজী। প্রথম শ্লোকে তুইটী অপরাধের বিবরণ আছে। প্রথম অপরাধ এই যে, যে-সকল সাধু একমাত্র নামাশ্রয় করিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ম্ম, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিন্দা করিলে বৃহদপরাধ হয়, কেননা, যাঁহারা নামের যথার্থ মাহাত্ম্য জগতে বিস্তার করিতেছেন, তাঁহাদের নিন্দা

---

(৯) শ্রদ্ধাহীন নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ প্রদান —তাহাও মঙ্গলপ্রদ নামের নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য ;

(১০) যে ব্যক্তি—নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্মবোধযুক্ত হইয়া তাঁহাতে প্রীতি বা অনুরাগ প্রদর্শন করে না, সে ব্যক্তি ও নামাপরাধী।

হরিনাম সহিতে পারেন না। নামপরায়ণ সাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগকেই সর্ব্বোত্তম সাধু বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নাম কীর্ত্তন করিলে নামের শীঘ্র কৃপা হয়।

বিজয়। প্রথম অপরাধ সুন্দররূপে বুঝিলাম; প্রভো, দ্বিতীয় অপরাধটী এইরূপে বুঝাইয়া দিন।

বাবাজী। উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে দ্বিতীয় অপরাধের ব্যাখ্যা আছে; ঐ ব্যাখ্যা দুই প্রকার; প্রথম প্রকার এই যে, দেবাগ্রগণ্য সদাশিব ও শ্রীবিষ্ণু, ইঁহাদের গুণনামাদিসকল বুদ্ধিদ্বারা পৃথক্‌রূপে দেখিলে নামাপরাধ হয়; তাৎপর্য্য এই যে, সদাশিব একটি পৃথক্ স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ ঈশ্বর এবং বিষ্ণু একটী পৃথক্ ঈশ্বর—এরূপ কল্পনা করিলে বহ্বীশ্বরবাদ আসিয়া পড়ে, তাহাতে ভগবানের প্রতি অনন্যভক্তির বাধা জন্মে, অতএব শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর এবং তাঁহার শক্তি হইতেই শিবাদি দেবতার ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ সেই সেই দেবতার পৃথক্ শক্তিসিদ্ধতা নাই, এইরূপ বুদ্ধির সহিত হরিনাম করিলে অপরাধ হয় না। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, শিবস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপ, শ্রীভগবানের

নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহ হইতে পৃথক্ বলিয়া দেখিলে নামাপরাধ হয়। অতএব কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা —সকলই অপ্রাকৃত ও পরস্পর অপৃথক্' এরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণনাম করিবে, নতুবা নাম অপরাধ হইবে। এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করতঃ কৃষ্ণনাম করিবার বিধি।

বিজয়। প্রথম ও দ্বিতীয় অপরাধ বুঝিলাম; যেহেতু আপনি পূর্ব্বেই কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত চিন্ময়স্বরূপের গুণ-গুণী, নাম-নামী, অংশ-অংশী ইত্যাদি ভেদাভেদসম্বন্ধে তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। যাঁহারা নামাশ্রয় করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীগুরুচরণে চিদচিৎ তত্ত্বের পার্থক্য এবং পরস্পরের সম্বন্ধ জানিয়া লওয়া আবশ্যক। এখন তৃতীয় অপরাধ ব্যাখ্যা করুন।

বাবাজী। নামতত্ত্বের সর্ব্বোত্তমতা যিনি শিক্ষা দেন, তিনিই নামগুরু তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি রাখা কর্ত্তব্য। যিনি নামগুরুর প্রতি এরূপ অবজ্ঞা করেন যে, তিনি নাম শাস্ত্রই অবগত আছেন মাত্র, কিন্তু

যাঁহারা বেদান্ত-দর্শনাদি অধিক জানেন, তাঁহারা নাম-শাস্ত্রগুরু অপেক্ষা শাস্ত্রার্থ অধিক অবগত; তিনি নাম অপরাধী। বস্তুতঃ নামতত্ত্ববিদ্ গুরু অপেক্ষা আর উচ্চগুরু নাই, তাঁহাকে তদ্রূপ লঘু মনে করিলে নাম অপরাধ হইবে।

বিজয়। প্রভো, আপনার প্রতি আমাদের যদি শুদ্ধভক্তি থাকে, তবেই আমাদের সুমঙ্গল। এখন কৃপা করিয়া চতুর্থ অপরাধ ব্যাখ্যা করুন।

বাবাজী। শ্রুতিশাস্ত্র বিশেষ পরমার্থশিক্ষার স্থলে নামকে সর্ব্বোপরি রাখিয়াছেন; যথা (হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৭৪-২৭৬)—

ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন
মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে।
ওঁ তৎ সৎ। ওঁ পদং দেবস্য নমসা
ব্যন্তঃ শ্রবস্যবশ্রব আপন্নমৃক্তম্॥
নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি
ভদ্রায়াস্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টৌ॥
ওঁ তমু স্তোতারঃ পূর্ব্বং যথাবিদ
ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন।

আহস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবিক্তন্
মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥ (২)

---

(২) হে বিষ্ণো, তোমার এই নাম চৈতন্যবিগ্রহ, সর্ব্বপ্রকাশক, যেহেতু তাহা হইতে সকল বেদের আবির্ভাব; অথবা ইহা পরমানন্দ এবং ব্রহ্মস্বরূপ, সুলভ অথবা পরাবিদ্যারূপ—আমরা সেই নাম বিচার-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে করিতে ভজন করি।

হে বিষ্ণো, তোমাতে নিষ্ঠা হইবার পর তোমাকে সাক্ষাৎ দেখিবার জন্য ভক্তজনশোধচিচ্ছক্তিবিলাসী তোমার পাদপদ্মদ্বয়ে বহু বহু প্রণতি বিস্তার করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে তোমার যশোরাশি শ্রবণ করিতে করিতে এবং পরস্পর কীর্ত্তন করিতে করিতে আমরা তোমার চৈতন্যস্বরূপ, সুভদ্র, অর্চ্চ্য নামসমূহ আশ্রয় করিয়া আছি।

অহো, সেই প্রসিদ্ধ ভগবান্ পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ জান, সেই ভাবেই স্তব কর, তিনি দেবতাৎপর্য্যগোচর অথবা সচ্চিদানন্দঘন; তাহা হইতে তোমাদের জন্ম সার্থক হউক; অথবা বহু অবতারসমন্বিত তাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে বর্ণন কর;

এইরূপ সকল বেদে ও সকল উপনিষদে নাম-মাহাত্ম্য দৃষ্ট হয়; এইসকল শ্রুতির নিন্দা করিলে নামাপরাধ হয়। অনেকে দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রুতির অন্যান্য উপদেশকে অধিক সম্মান করতঃ নামার্থ-প্রতিপাদক শ্রুতির প্রতি যে অবহেলা করে, তাহাই তাহাদের নামাপরাধ; সেই অপরাধক্রমে তাহাদের নামে রুচি হয় না। তোমরা এই সমস্ত প্রধান প্রধান শ্রুতিবাক্যকে শ্রুতিশিরোমণি জ্ঞানে হরিনাম করিবে।

বিজয়। প্রভো, আপনার শ্রীমুখে যেন অমৃতবর্ষণ হইতেছে! এখন পঞ্চম নামাপরাধ জানিবার জন্য আমরা তৃষ্ণাযুক্ত।

বাবাজী। হরিনামে যে অর্থবাদ, তাহাই পঞ্চম-অপরাধ। জৈমিনী সংহিতায়—

অথবা আমরা যে ভাবে জানি, সে ভাবে জানিয়া তোমার স্তব করিতে করিতে জন্মের সার্থকতা করিয়া তোমার এই চৈতন্যবিগ্রহ সর্ব্বপ্রকাশক পরমানন্দ সুলভ নামকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অবধারণপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে করিতে ভজনা করি।

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু নামমাহাত্ম্যবাচিষু।
যেঽর্থবাদ ইতি ব্রূয়ুর্ন তেষাং নিরয়ক্ষয়ঃ ॥ (৩)

ব্রহ্মসংহিতায় বৌধায়নের প্রতি শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য ন
শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি
সংসারঘোরবিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গম্ ॥ (৪)

শাস্ত্র কহিয়াছেন যে, ভগবন্নামে ভগবানের সকল শক্তি আছে; নাম চিন্ময়, অতএব মায়িকজগৎকে সংহার করিতে সমর্থ।

---

(৩) যাহারা নামমাহাত্ম্যবাচক শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণসমূহে অর্থবাদ আছে এই কথা বলে, তাঁহারা অক্ষয় নরকে পতিত।

(৪) যে নর নামকীর্ত্তনের বিবিধফল শ্রবণ করিয়াও শ্রদ্ধাযুক্ত হয় না, অতিস্তুতিমাত্র মনে করে, তাহাকে আমি বিবিধদুঃখনিপীড়িত করিয়া ক্লেশময় ঘোর সংসারমধ্যে নিক্ষেপ করি।

বিষ্ণুধর্ম্মে—

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ॥ (৫)

বৃহন্নারদীয়ে—

নান্যৎ পশ্যামি জন্তূনাং বিহায় হরিকীর্ত্তনম্।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তমঃ॥ (৬)

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥ (৭)

এই সমস্ত নামমাহাত্ম্য পরম সত্য, ইহা শ্রবণ করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞান-ব্যবসায়ী লোক নিজ নিজ ব্যবসা

---

(৫) হে রাজেন্দ্র, কৃষ্ণ ইত্যাদি মঙ্গলময় নাম যাঁহার মুখে বর্ত্তমান, তাঁহার কোটী কোটী মহাপাপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে।

(৬) হে দ্বিজোত্তম, যিনি সর্ব্বপাপপ্রশমনকারী হরিকীর্ত্তন পরিত্যাগ করে, তাঁহাকে আমি পশুগণ হইতে ভিন্ন দর্শন করি না।

(৭) হরিনামে যত পাপনাশিনী শক্তি বর্ত্তমান, পাতকী ব্যক্তিও তত পাপ করিতে সমর্থ নহে।

রক্ষার নিমিত্ত ইহাতে অর্থবাদ করেন। অর্থবাদ এই যে, শাস্ত্র নামসম্বন্ধে যে মাহাত্ম্য বলিয়াছেন তাহা প্রকৃত নয়, কেবল নামে মতি প্রদান করিবার জন্য এরূপ ফলশ্রুতি লিখিয়াছেন। এই নামাপরাধে সেই সকল লোকের নামে রুচি হয় না। তোমরা শাস্ত্রোক্ত-বাক্যে বিশ্বাসপূর্ব্বক হরিনাম করিবে; যাহারা অর্থ-বাদ করে; তাহাদিগের সঙ্গ করিবে না, এমন কি হঠাৎ তাহাদিগকে দেখিলে বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে, এরূপ শিক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গ দিয়াছেন।

বিজয়। প্রভো, গৃহস্থলোকের পক্ষে শুদ্ধনামগ্রহণ বড় সহজ নহে, কেননা, তাহারা সর্ব্বদা নামাপরাধী অসৎলোকে পরিবৃত। আমাদের ন্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষে সৎসঙ্গ বড় কঠিন! হে প্রভো, আপনি কৃপা করিয়া সেই সকল কুসঙ্গ-পরিত্যাগে শক্তি প্রদান করুন। আপনার মুখে যতই শ্রবণ করিতেছি, ততই শুশ্রূষা বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন ষষ্ঠাপরাধ বলুন।

বাবাজী। ভগবানের নামসকলকে কল্পিত মনে করিলে ষষ্ঠাপরাধ হয়। মায়াবাদিগণ এবং কর্ম্মজড়-সকল মনে করেন যে, পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম নির্ব্বিকার ও

নাম-রূপশূন্য। তাঁহার রামকৃষ্ণাদি-নাম কার্য্যসিদ্ধির জন্য ঋষিগণ কল্পনা করিয়াছেন—যাহাদের এরূপ সিদ্ধান্ত, তাহারা নামাপরাধী। হরিনাম নিত্যবস্তু ও চিন্ময়—ভক্তির সহিত চিদিন্দ্রিয়ে নাম উদিত হন, এই মাত্র। সদ্‌গুরু ও শ্রুতিশাস্ত্র হইতে ইহাই শিক্ষা করিয়া হরিনামকে সত্য বলিয়া জানিবে, কল্পিত বলিয়া মনে করিলে কখনই নামের কৃপা হইবে না।

বিজয়। প্রভো, যে পর্য্যন্ত আপনার অভয় পদ আশ্রয় না করিরাছিলাম, সে পর্য্যন্ত কর্ম্মজড় ও নৈয়ায়িকগণের সঙ্গে আমাদের যেরূপ বুদ্ধি ছিল, আপনার কৃপায় সে বুদ্ধি দূর হইয়াছে। এখন কৃপা করিয়া সপ্তম অপরাধ ব্যাখ্যা করুন।

বাবাজী। যাহারা নামবলে পাপাচারণে প্রবৃত্তি হয়, তাহারা নামাপরাধী। নামের ভরসায় যে সকল পাপ করা যায়, তাহা যমনিয়মদ্বারা শুদ্ধ হয় না, কেননা, তাহা নামাপরাধের মধ্যে গণিত হওয়ায় নামাপরাধক্ষয়ের যে পদ্ধতি আছে, তাহাতেই তাহাদের ক্ষয় হয়।

বিজয়। প্রভো, জগতে যখন এরূপ পাপ নাই

যাহা নামে বিনষ্ট হয় না, তখন নামোচ্চারণকারীর পাপ বিনষ্ট না হইয়া কেন অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হয়?

বাবাজী। বাবা, জীব যেদিন শুদ্ধনামাশ্রয় করেন, সেদিন এক নামেই তাঁহার প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপই বিনষ্ট হয়; পরে যে নাম করেন, তাহাতে নামে প্রেম হয়; সুতরাং শুদ্ধনামাশ্রিত ব্যক্তির পাপবুদ্ধি দূরে থাকুক, পুণ্যাদিকার্য্যেও রুচি থাকে না; পাপপুণ্যের কথা দূরে থাকুক, মোক্ষেও রুচি থাকে না; নামাশ্রিত ব্যক্তি কখনই পাপ করিবেন না। তবে এই মাত্র ইহাতে বিবেচ্য যে, সাধক ব্যক্তি নাম উচ্চারণ করিতেছেন, তথাপি তাঁহার কিছু কিছু অপরাধ থাকায় উচ্চারিত নাম কেবল 'নামাভাস' হয়, (শুদ্ধ) নাম হয় না। নামাভাসেও পূর্ব্বপাপক্ষয় হয় এবং নূতন পাপে রুচি জন্মে না, কিন্তু পূর্ব্ব অভ্যাস-ক্রমে কিছু কিছু পাপাবশেষ থাকে, তাহা নামাভাসে ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে; কদাচিৎ কোন পাপ হঠাৎ হইয়া পড়ে, তাহাও নামাভাসে দূর হয়; কিন্তু যদি সেই নামাশ্রয়ী ব্যক্তি এরূপ মনে করেন যে, নামের

দ্বারা যখন সকল পাপ ক্ষয় হয়, আমি যদি কোন পাপ করি তাহাও অবশ্য ক্ষয় পাইবে—এই ভরসায় তিনি যে পাপাচরণ করেন, সেই পাপ অপরাধ হইয়া পড়ে।

বিজয়। অষ্টমাপরাধ ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন।

বাবাজী। ধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ও দানাদি-ধর্ম্ম, ব্রত অর্থাৎ সমস্ত শুভদ কর্ম্ম, ত্যাগ অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগরূপ ন্যাস-ধর্ম্ম, হুত অর্থাৎ বহুবিধ যজ্ঞ ও অষ্টাঙ্গযোগাদি—এই সকল সৎকর্ম্মমধ্যে পরিগণিত। ইহা ব্যতীত শাস্ত্রে যেসকল শুভক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সে সমস্তই জড়ধর্ম্মান্তর্গত, সুতরাং প্রাকৃত; কিন্তু ভগবন্নাম প্রকৃতির অতীত। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সৎকর্ম্মই উপায়স্বরূপ হইয়া অপ্রাকৃত সুখরূপ উপেয় সংগ্রহ করিবার প্রতিজ্ঞা করে, সুতরাং সে সকল উপায় মাত্র—কেহই উপেয় নয়; কিন্তু হরিনাম সাধনকালে উপায় হইলেও ফলকালে স্বয়ং উপেয়; অতএব হরি-নামের সহিত অন্য কোন সৎকর্ম্মের তুলনা নাই। যাঁহাদের মনে অন্য সৎকর্ম্মের সহিত হরিনামের

অনন্যবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহারা নামাপরাধী। সেই সেই কর্ম্মের যে সকল ক্ষুদ্রফল নির্ণীত আছে, তাহা নামের নিকট প্রার্থনা করিলে নামাপরাধ হয়; কেননা তাহাতে অন্য সৎকর্ম্মের সহিত নামের সাম্য-বুদ্ধি হইয়া পড়ে। তোমরা সৎকর্ম্মের তুচ্ছফল জানিয়া হরিনামকে অপ্রাকৃতবুদ্ধিতে আশ্রয় করিবে—ইহাই অভিধেয় জ্ঞান।

বিজয়। প্রভো, হরিনামের তুল্য আর কিছুই নাই, তাহা আমাদের বোধ হইতেছে। এখন নবম অপরাধ ব্যাখ্যা করুন—আমাদের চিত্ত বড়ই সতৃষ্ণ হইয়াছে।

বাবাজী। বেদশাস্ত্রে যাহা কিছু উপদিষ্ট হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা হরিনামোপদেশ শ্রেষ্ঠ। অনন্যভক্তিতে যাঁহাদের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাঁহারাই হরিনামের প্রকৃত অধিকারী। যাহাদের শ্রদ্ধা হয় নাই, অপ্রাকৃতসেবায় বিমুখ এবং হরিনামশ্রবণে রুচিহীন, তাহাদিগকে হরিনাম উপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়। হরিনাম সর্ব্বোপরি এবং সেই হরিনাম গ্রহণ করিলে সকলের মঙ্গল হইবে—এরূপ উপদেশ কীর্ত্তন করাই ভাল;

অধিকারী না দেখিয়া হরিনাম দান করিবে না। যখন তুমি পরমভাগবত হইবে, তখন তুমিও শক্তি সঞ্চার করিতে পারিবে; কৃপাপূর্ব্বক প্রথমে শক্তিসঞ্চার করিয়া যে জীবের নামে শ্রদ্ধা উৎপত্তি করিবে, তাঁহাকে হরিনাম উপদেশ করিবে। যতদিন মধ্যম বৈষ্ণব থাক, ততদিন অশ্রদ্ধধান, বহির্ম্মুখ ও বিদ্বেষী ব্যক্তিদিগকে উপেক্ষা করিবে।

বিজয়। প্রভো, অনেকেই অর্থলোভে বা যশঃ-লোভে অনধিকারীকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করেন, তাঁহারা কিরূপ?

বাবাজী। তাঁহারা নামাপরাধী।

বিজয়। কৃপা করিয়া দশম অপরাধটী ব্যাখ্যা করুন।

বাবাজী। যিনি এই জড়ীয় সংসারে 'আমি একজন এবং এই সমস্ত সম্পত্তি ও জনগণ আমার' এরূপ বুদ্ধিতে মত্ত হইয়া থাকেন, কদাচিৎ কোন দিন ক্ষণিক বিরাগ বা জ্ঞানের উদয় হইলে পণ্ডিতদিগের নিকট নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, অথচ সেই নামে যে প্রীতি করা উচিত তাহা করেন না, তিনিও

নামাপরাধী। এই জন্যই শিক্ষাষ্টকে এরূপ কথিত হইয়াছে,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ (৮)

বাবা, এই দশ অপরাধশূন্য হইয়া নিরন্তর হরিনাম কর—নাম অতি শীঘ্র কৃপা করিয়া প্রেম দিয়া পরম-ভাগবত করিবেন।

বিজয়। প্রভো, দেখিতেছি যে, মায়াবাদী, কর্ম্ম-বাদী, যোগী সকলেই নামাপরাধী। বহুজন মিলিত

---

(৮) হে ভগবন্ তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার কৃষ্ণ গোবিন্দাদি বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ, স্বীয় সর্ব্বশক্তি সেই নামে তুমি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নামস্মরণে তুমি কালাদি-নিয়ম কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে কৃপা করিয়া নামকে তুমি সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিল যে, তোমার এমন সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দিল না!

হইয়া যে নামসংকীর্ত্তন করেন, তাহাতে শুদ্ধবৈষ্ণব-দিগের যোগ দেওয়া উচিত কি না?

বাবাজী। যে সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলে নামাপরাধিগণ প্রধান হইয়া কীর্ত্তন করে, তাহাতে বৈষ্ণবের যোগ দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু যে সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলে শুদ্ধবৈষ্ণব বা সামান্য নামাভাসী প্রবল, তাহাতে যোগ দিলে দোষ হয় না; বরং নামসঙ্কীর্ত্তনের সুখ লাভ হয়। অদ্য রাত্রি অধিক হইল, কল্য নামাভাস-তত্ত্ববিচার শ্রবণ করিবে।

বিজয় ও ব্রজনাথ নামপ্রেমে গদ্‌গদস্বরে বাবাজী মহাশয়কে স্তুতি করতঃ তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক বিল্বপুষ্করিণীর অভিমুখে 'হরি হরয়ে নমঃ' গান করিতে করিতে গমন করিলেন।

—ঃ*ঃ—

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত নামাভাসতত্ত্ব বিচার)

পরদিন সন্ধ্যার পরেই বিজয় ও ব্রজনাথ বৃদ্ধ বাবাজী মহোদয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। অবসর পাইয়া বিজয় বলিলেন—প্রভো, কৃপা করিয়া নামাভাসতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বলুন, আমাদের নামসম্বন্ধে তৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বাবাজী বলিলেন, তোমরা ধন্য। শ্রীনামতত্ত্ব বুঝিতে হইলে নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ—এই তিনটী বিষয় বুঝিতে হয়। নাম ও নামাপরাধবিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছি, সম্প্রতি নামাভাস ব্যাখ্যা করিতেছি। নামের আভাসকে 'নামাভাস' বলে।

বিজয়। 'আভাস' কি ও কতপ্রকার ?

বাবাজী। 'আভাস'-শব্দে কান্তি, ছায়া ও প্রতিবিম্বকে বুঝায়; কোন প্রকাশময় বস্তুর যে কান্তি বিস্তৃত হয়, তাহাকেই 'কান্তি' বা 'ছায়া' বলা যায়, সুতরাং নামরূপ সূর্য্যের দুইপ্রকার আভাস অর্থাৎ

নাম-ছায়া ও নাম-প্রতিবিম্ব। বিজ্ঞগণ 'ভক্ত্যাভাস,' 'ভাবাভাস,' 'নামাভাস,' 'বৈষ্ণবাভাস' এই সকল শব্দ অনুক্ষণ ব্যবহার করেন। সর্ব্বপ্রকার আভাসই 'প্রতিবিম্ব' ও 'ছায়া'-ভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। ভক্ত্যাভাস, ভাবাভাস, নামাভাস ও বৈষ্ণবাভাস—এই সকলের পরস্পর সম্বন্ধ কি?

বাবাজী। বৈষ্ণব হরিনাম আলোচনা করেন; তিনি যখন ভক্ত্যাভাসের সহিত নামালোচনা করেন, তখন তাঁহার আলোচিত নাম 'নামাভাস'— তিনি স্বয়ং 'বৈষ্ণবাভাস'-মাত্র। ভাব ও ভক্তি—একই বস্তু, কেবল সঙ্কোচ-বিকোচাবস্থাদ্বয়-ভেদে পৃথক্ নামে পরিচিত।

বিজয়। কোন্ অবস্থায় জীব 'বৈষ্ণবাভাস' হন?

বাবাজী। শ্রীভাগবতে (১১।২।৪৭) বলিয়াছেন—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে" পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥" (১)

---

(১) যিনি শ্রীহরির প্রীতির জন্য শ্রীমূর্ত্তিতেই শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীহরির ভক্ত ও অন্য জীবসমূহে তাদৃশী প্রীতি করেন না, তাঁহাকে প্রাকৃত অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভক্ত বলা হয়।

এই শ্লোকে যে শ্রদ্ধা-শব্দ আছে, তাহা 'শ্রদ্ধাভাস' মাত্র; কেননা, ভগবদ্ভক্তকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণ-পূজায় যে শ্রদ্ধা, তাহা প্রকৃত শ্রদ্ধার ছায়া বা প্রতি-বিম্ব—তাহা কেবল পরম্পরাগত লৌকিকী শ্রদ্ধা মাত্র, অনন্যভক্তিতে যে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা তাহা নয়; সেই ভক্ত্যাভাসের শ্রদ্ধা ও পূজা প্রাকৃত, অতএব তিনিও 'প্রাকৃত ভক্ত' বা 'বৈষ্ণবাভাস'। শ্রীমন্মহাপ্রভু হিরণ্য-গোবর্দ্ধনকে 'বৈষ্ণবপ্রায়' বলিয়াছেন। 'বৈষ্ণব-প্রায়' শব্দের অর্থ এই যে, প্রকৃত বৈষ্ণবের ন্যায় মালা-মুদ্রাদি-ধারণপূর্ব্বক 'নামাভাস' করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত বা 'শুদ্ধবৈষ্ণব' ন'ন।

বিজয়। মায়াবাদিগণ যদি বৈষ্ণবমুদ্রা ধারণপূর্ব্বক নাম উচ্চারণ করেন, তবে তাঁহাদিগকে কি 'বৈষ্ণব আভাস' বলা যাইবে?

বাবাজী। না, তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণবাভাস'ও বলা যাইবে না; তাঁহারা অপরাধী, অতএব তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণবাপরাধী' বলা যায়। প্রতিবিম্ব-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-ভাবাভাস আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবাভাস বলা যাইতে পারিত, কিন্তু

অত্যন্ত অপরাধবশতঃ তাঁহারা বৈষ্ণবনামের যোগ্য না হওয়ায় স্বয়ং পৃথক্ হইয়া পড়েন।

বিজয়। প্রভো, শুদ্ধনামের লক্ষণ আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলে আমরা ভালরূপে বুঝিতে পারি।

বাবাজী। অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্যভাবের সহিত নাম করিলে শুদ্ধনাম হয়। নামের চিন্ময়ভাব স্পষ্ট উদয় করিয়া পরমানন্দ অনুভবের যে অভিলাষ, তাহা অন্যাভিলাষ নয়। তদ্ব্যতীত নামদ্বারা পাপক্ষয় বা মোক্ষলাভের অভিলাষাদি যত প্রকার বাসনা আছে, তাহা সমস্তই 'অন্যাভিলাষ'; অন্যাভিলাষ থাকিলে নাম শুদ্ধ হন না। জ্ঞানকর্ম্মযোগাদির চেষ্টায় তত্তৎ বিষয়ের অবান্তর ফলকামনারহিত না হইলে 'শুদ্ধনাম' হয় না। প্রাতিকূল্যভাবকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া কেবল নামের অনুকূল প্রবৃত্তির সহিত যে নামালোচনা, তাহাই 'শুদ্ধনাম'। এই লক্ষণ আলোচনাপূর্ব্বক দেখ যে, নামাপরাধ ও নামাভাসশূন্য নামই শুদ্ধনাম। অতএব শ্রীকলিযুগপাবনাবতার গৌরচন্দ্র বলিয়াছেন যে—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥" (২)

বিজয়। প্রভো, নামাভাস ও নামাপরাধের স্বরূপ-ভেদ কি?

বাবাজী। শুদ্ধনাম না হইলেই নামাভাস হইল; সেই নামাভাস কোন অবস্থায় 'নামাভাস' বলিয়া উক্ত হয় এবং কোন অবস্থায় 'নামাপরাধ' বলিয়া উক্ত হয়। যেস্থলে অজ্ঞতাবশতঃ অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদবশতঃ নামের অশুদ্ধ লক্ষণ হয়, সে স্থলে কেবল 'নামাভাস'; যে স্থলে মায়াবাদাদিজনিত ধূর্ত্ততা, মুমুক্ষা ও ভোগবাঞ্ছা হইতে অশুদ্ধ নামের উদয়, সে স্থলে নামাপরাধ হয়। যে দশটী নামাপরাধ তোমাদিগকে বলিয়াছি, তাহা যদি সরল অজ্ঞতা হইতে হইয়া থাকে, তবে সে সমস্তই 'নামাভাস' মাত্র। জ্ঞাতব্য এই যে, নামভাস যতদিন অপরাধলক্ষণ না পায়, ততদিন নামাভাস বিদূরিত হইয়া শুদ্ধনামোদয়ের আশা থাকে, অপরাধ-

(২) তৃণাপেক্ষা সুনীচ জানিয়া, তরু অপেক্ষা সহনশীল হইয়া, স্বয়ং অভিমানবর্জ্জিত হইয়া অপরকে সম্মানপ্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন কর্ত্তব্য।

লক্ষণ হইলে আর সহজে নামোদয় হয় না। নাম অপরাধক্ষয়ের যে পদ্ধতি বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর অন্য উপায়ে মঙ্গল উদিত হয় না।

বিজয়। নামাভাসী ব্যক্তি কি উপায় অবলম্বন করিলে, নামাভাস (শুদ্ধ) নাম হইয়া উদিত হয় ?

বাবাজী। শুদ্ধভক্তের সঙ্গে নামালোচনা করিতে করিতে অতি শীঘ্র শুদ্ধভক্তিতে রুচি হয়, তখন যে নাম জিহ্বায় আবির্ভূত হন, সে নাম 'শুদ্ধনাম' হন, সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে যত্ন করা আবশ্যক, কেননা সেরূপ সঙ্গ থাকিলে শুদ্ধনামের উদয় হয় না। সৎসঙ্গই জীবের মঙ্গলের একমাত্র হেতু, এই জন্যই প্রাণেশ্বর গৌরচন্দ্র সনাতনগোস্বামীকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে, সৎসঙ্গই ভক্তিমূল, যোষিৎসঙ্গ ও অভক্তসঙ্গ ত্যাগ করতঃ সৎসঙ্গে কৃষ্ণনাম কর।

বিজয়। প্রভো, তবে কি গৃহিণীসঙ্গ ত্যাগ না করিলে জীবের শুদ্ধনামের উদয় হইবে না ?

বাবাজী। স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ; গৃহস্থ বৈষ্ণব বিবাহিত স্ত্রীর সহিত অনাসক্তভাবে বৈষ্ণব-

সংসার সমৃদ্ধি করেন, তাহাকে 'স্ত্রীসঙ্গ' বলে না। স্ত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের আসক্তি, তাহারই নাম 'যোষিৎসঙ্গ'। সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ-লোক শুদ্ধ কৃষ্ণ-নামের আলোচনায় পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন।

বিজয়। প্রভো, নামাভাস কত প্রকারে লক্ষিত হয় ?

বাবাজী। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন (৬।২।১৪)—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ (৩)

নামতত্ত্ব ও সম্বন্ধতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ চারি-প্রকারে নামাভাস করেন—কেহ কেহ সঙ্কেতদ্বারা, কেহ কেহ পরিহাস দ্বারা কেহ কেহ স্তোভদ্বারা এবং

---

(৩) 'সঙ্কেত', 'পরিহাস', 'স্তোভ' ও 'হেলা'—এই চারিপ্রকারে ছায়ানামাভাস হয়। পণ্ডিতগণ তাদৃশ নামাভাসকে অশেষ পাপনাশক বলিয়া জানেন।

কেহ কেহ হেলনদ্বারা নাম উচ্চারণ করতঃ নামাভাস করেন।

বিজয়। প্রভো, সাঙ্কেত্য-নামগ্রহণ কিরূপ?

বাবাজী। অজামিল মরণসময়ে স্বীয় পুত্রকে 'নারায়ণ' নামে আহ্বান করিয়াছিল—কৃষ্ণের নাম নারায়ণ বলিয়া অজামিলের সাঙ্কেত্য-নামগ্রহণের ফললাভ হইয়াছিল। ম্লেচ্ছগণ শূকরকে "হারাম, হারাম" বলিয়া ঘৃণা করে। হারাম-শব্দে 'হা রাম' এই দুইটী শব্দ থাকায় সাঙ্কেত্য-নামগ্রহণফলে তাহাদের যমযন্ত্রণা হইতে মুক্তি হয়। নামাভাসে যে মুক্তি হয়, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। নামাক্ষরে মুকুন্দ-সম্বন্ধ দৃঢ়রূপে গ্রথিত থাকায় নামাক্ষরের উচ্চারণে মুকুন্দস্পর্শ ঘটিয়া পড়ে, এবং অনায়াসে মুক্তি হয়। বহুকষ্টে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি হইতে পারে, নামাভাসে অনায়াসে সেই মুক্তি সকলেরই হইয়া থাকে।

বিজয়। প্রভো, পণ্ডিতাভিমানী মুমুক্ষুগণ এবং অতত্ত্বজ্ঞ ম্লেচ্ছগণ এবং পারমার্থবিরোধী অসুরগণ পরিহাস করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করতঃ মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহা আমরা শাস্ত্রে অনেকস্থলে পাঠ

করিয়াছি ; স্তোভপূর্ব্বক নামগ্রহণ কিরূপ, তাহা বলুন।

বাবাজী। অসম্মানপূর্ব্বক অন্যকে কৃষ্ণনাম করিতে বাধা দিবার সময় যে নামগ্রহণ হয়, তাহাই 'স্তোভ' ; একজন সুবৈষ্ণব হরিনাম উচ্চারণ করিতেছেন, তখন একজন পাষণ্ড আসিয়া কদর্য্য-মুখভঙ্গি করতঃ বলিল, "হেঁঃ, তোর হরিকেষ্ট সকলই করিবে"—ইহাই স্তোভের উদাহরণ ; তাহাতেও সেই পাষণ্ডের মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে—নামাক্ষরের এরূপ স্বাভাবিক বল !

বিজয়। 'হেলন' কিরূপ ?

বাবাজী। অনাদরপূর্ব্বক নামগ্রহণ ; যথা প্রভাস-খণ্ডে—

মধুরং মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ (৪)

এই শ্লোকে 'শ্রদ্ধয়া' অর্থে আদরপূর্ব্বক, 'হেলয়া' অর্থাৎ অনাদরপূর্ব্বক ইহাই বুঝিতে হইবে। 'নরমাত্রং

তারয়েৎ' এই বাক্যদ্বারা কৃষ্ণনাম যবনদিগকেও যে মুক্তি দেন, ইহা বুঝিতে হইবে।

বিজয়। হেলন কি অপরাধ নয় ?

বাবাজী। ধূর্ত্ততার সহিত হেলন হইলে 'অপরাধ' ; অজ্ঞতার সহিত হেলন হইলে 'নামাভাস'।

বিজয়। নামাভাস হইতে কি কি ফল হয় এবং কি কি ফল হইতে পারে না, তাহা আজ্ঞা করুন।

বাবাজী। ভুক্তি, মুক্তি, অষ্টাদশসিদ্ধির অন্তর্গত সকল ফলই নামাভাস হইতে লাভ হয়, কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরমপুরুষার্থ নামাভাস হইতে লাভ হয় না। যদি নামাভাসী শুদ্ধভক্তের সঙ্গক্রমে মধ্যম-বৈষ্ণবপদে উন্নত

(৪) এই হরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক কিম্বা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্ট-রূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

হইতে পারেন, তবেই শুদ্ধভক্তি লাভ করতঃ শুদ্ধ-নামের ফলে প্রেম লাভ করেন।

বিজয়। প্রভো, জগতে বহুতর বৈষ্ণবাভাস বৈষ্ণব-লিঙ্গ ধারণাপূর্ব্বক নিরন্তর নামাভাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা বহুদিনেও প্রেমলাভ করেন না ইহার কারণ কি ?

বাবাজী। রহস্য এই যে, ভক্ত্যাভাস ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তিলাভের যোগ্য হইতে পারিলেও অনন্যভক্তির অভাবে যাহাকে তাহাকে 'সাধু' বলিয়া সঙ্গ করে তাহাতে মায়াবাদী প্রভৃতি কুসঙ্গক্রমে শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি সহসা অপরাধী হইয়া স্বীয় উন্নতিপথ রোধ করতঃ তত্তৎসঙ্গক্রমে মায়াবাদাদি অপসিদ্ধান্তে অবনত হইয়া পড়ে; সুতরাং শুদ্ধভক্তি হইতে দূরে পড়িয়া ক্রমশঃ অপরাধিশ্রেণীভুক্ত হয়। যদি তাহাদের পূর্ব্ব-সুকৃতিপ্রবল হইয়া কুসঙ্গ হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ রাখে এবং সৎসঙ্গ আনিয়া উপস্থিত করে, তবেই তাহাদিগের শুদ্ধ বৈষ্ণবতা লাভ হয়।

বিজয়। প্রভো, নামাপরাধের ফল কি ?

বাবাজী। পঞ্চবিধ পাপ কোটীগুণিত হইলেও

নামাপরাধের তুল্য হয় না; নামাপরাধের ফল সহজেই বুঝিতে পারিবে।

বিজয়। প্রভো, নামাপরাধের ফল যেন তদ্রূপ নামাপরাধসময়ে যে নামাক্ষর উচ্চারিত হয় তাহার কি কোন সুফল নাই?

বাবাজী। নামাপরাধী যে ফল বাঞ্ছা করিয়া নাম উচ্চারণ করেন, নাম সেই ফল তাহাকে দিয়া থাকেন; কিন্তু কখনও তাহাকে প্রেমফল দেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নামাপরাধের ফলভোগ হয়। নামাপরাধী শঠতাসহকারে যে নাম করে, তাহার ফল এইরূপ। অনেক সময়ে নামাপরাধী শঠতার অনবসরে নাম উচ্চারণ করেন; সেই নাম তাঁহার সুকৃতি মধ্যে সংগৃহীত হয়, ক্রমে ক্রমে সেই সুকৃতি পুষ্ট হইলে শুদ্ধনামপরায়ণ সাধুর সঙ্গ হয়; তখন নামাপরাধী অবিশ্রান্ত নাম গ্রহণপূর্ব্বক নামাপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করেন; এই প্রণালীক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষুগণও ক্রমশঃ হরিভক্ত হইয়াছেন।

বিজয়। একনামে যখন সমস্ত পাপ হরণ করিতে পারে, তখন অবিশ্রান্ত নামের প্রয়োজন কেন হইল?

বাবাজী। নামাপরাধিগণের চিত্ত ও ব্যবহার সর্ব্বদা দূষিত স্বভাবতঃ তাহারা বহির্ম্মুখ, সুতরাং সাধুব্যক্তি বা সাধুবস্তু বা সৎকার্য্যে তাহাদের সর্ব্বদা অরুচি। অসৎপাত্রে, অসৎসিদ্ধান্তে ও অসৎকার্য্যে তাহাদের নৈসর্গিক রুচি। অবিশ্রান্ত নাম করিলে আর সেরূপ অসৎসঙ্গ ও অসৎকার্য্যে অবসর হয় না, সুতরাং অসৎ-সঙ্গাভাবে নাম ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া সদ্‌বিষয়ে বল বিধান করেন।

বিজয়। প্রভো, আপনার শ্রীমুখ হইতে শ্রীনাম-তত্ত্বের অমৃতপ্রবাহ আমাদের কর্ণকুহর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক আমাদিগকে নামপ্রেমরসে উন্মত্ত করিতেছে। অদ্য আমরা নাম, নামাভাস ও নাম অপরাধ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া জানিতে পারিয়া কৃতার্থ হইলাম; উপসংহারে যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা শুনিতে লালসা জন্মিতেছে।

বাবাজী। পণ্ডিত জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্তে, একটী উপদেশ আছে, তাহা শ্রবণ কর—

অসাধুসঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥

কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এ সব জানিবে, ভাই, কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
'দশ অপরাধ' ত্যজ মান-অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ আর লহ কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল সব করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার॥
জ্ঞান-যোগচেষ্টা ছাড় আর কর্ম্মসঙ্গ।
মর্কটবৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহ-রঙ্গ॥
কৃষ্ণ আমায় পালে, রক্ষে—জ্ঞান সর্ব্বকাল।
আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥
সাধু পাওয়া কষ্ট বড়, জীবের জানিয়া।
সাধুভক্তরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥
গোরাপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান্।
গোরা বই সাধুগুরু কেবা আছে আন॥
বৈরাগী ভাই, গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে।
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে, যবে মিলিবে আনে॥
স্বপনেও না কর, ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ।
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া, ভাই, আসিয়াছ বন॥

যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।
হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে॥
বড় হরিদাসের ন্যায় কৃষ্ণনাম বলিবে বদনে।
অষ্টকাল রাধাকৃষ্ণ সেবিবে কুঞ্জবনে॥
গৃহস্থ, বৈরাগী—দুঁহে বলে গোরারায়।
দেখ ভাই, নাম বিনা যেন দিন নাহি যায়॥
বহু-অঙ্গ সাধনে, ভাই, নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণনামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন॥
বদ্ধজীবে কৃপা করি, কৃষ্ণ হৈল নাম।
কলিজীবে দয়া করি' কৃষ্ণ হৈল গৌরধাম॥
একান্ত সরলভাবে ভজ গৌরজন।
তবে ত' পাইবে, ভাই, শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
গৌরজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া।
'হরেকৃষ্ণ' নাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥
অচিরে পাইবে ভাই নাম-প্রেমধন।
যাহা বিলাইতে প্রভু নদে' এ আগমন॥

বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের বদনে শ্রীজগদানন্দের

'প্রেমবিবর্ত্ত' শ্রবণ করিয়া বিজয় ও ব্রজনাথ মহাপ্রেমে আকুল হইয়া পড়িলেন। বাবাজী মহোদয় অনেকক্ষণ অচেতনপ্রায় থাকিয়া বিজয় ও ব্রজনাথের গলদেশ দুই হাতে ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এই গান করিতে লাগিলেন,—

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।

বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদিমাঝে প্রবেশিয়া,
বরিশয় সুধা অনুপম॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থরথর,
স্থির হৈতে না পারে চরণ॥
চক্ষে ধারা দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্ব দেহ জর জর॥
করি' এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।

কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল,
মোর চিত্তবিত্ত সব হরে ॥
লইনু আশ্রয় যাঁ'র, হেন ব্যবহার তাঁ'র,
বর্ণিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল ॥
প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুনঃ, দেখায় নিজ রূপ-গুণ,
চিত্ত হ'রি লয় কৃষ্ণপাশ ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ-দেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এদেহের করে সর্ব্বনাশ ॥
কৃষ্ণনাম-চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্যমুক্ত শুদ্ধরসময়।
নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয় ॥ ৮ ॥

এই নাম গান করিতে করিতে অর্দ্ধরাত্র হইল। নাম সমাপ্ত হইলে বিজয় ও ব্রজনাথ গুরুদেবের আজ্ঞা লাভ করতঃ নামরসে মগ্ন হইয়া নিজ স্থানে গমন করিলেন।

Publications from Sri Chaitanya Saraswat Math

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য গ্রন্থাবলী

1. শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (পূর্ববিভাগ ও দক্ষিণ-বিভাগ) 2. শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (পশ্চিমবিভাগ ও উত্তরবিভাগ) যন্ত্রস্থ, 3. শ্রীশ্রীপ্রপন্ন জীবনামৃতম্ 4. শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত গীতা 5. শ্রীশরণাগতি, 6. কল্যাণ-কল্পতরু 7. শ্রীতত্ত্ববিবেক 8. শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য 9. শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত 10· গীতাবলী 11. পরমার্থ-ধর্ম-নির্ণয় 12. উপদেশামৃত 13. অর্চ্চণ কণ 14. শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন 15. কীর্ত্তন-মঞ্জুষা 61. শ্রীকৃষ্ণ সংহিতার উপসংহার 17. শ্রীপ্রেমধাম-দেব-স্তোত্রম্ 18. অমৃত বিদ্যা 19. শ্রীগৌড়ীয় গীতাঞ্জলি 20. শ্রীগৌড়ীয়-পর্ব্বতালিকা 21. শ্রীকৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘবাণী। 22. নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য 23. নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ 24. শ্রীনামতত্ত্ব-নামাভাস ও নামাপরাধ বিচার 25. Ambrosia

in The Lives of The Surrendered Souls. 26. The Search for Śrī Kṛṣṇa : Reality The Beautiful (English, Spanish & Italian). 27. Śrī Guru & His Grace (Eng. & Spanish). 28. The Golden Volcano of Divine Love. (Eng.& Spanish). 29. Śrī Śrimad Bhāgavad Gitā, The Hidden Treasure of The Sweet Absolute. 30. Śrī Śrī Prapanna Jivanāmritam (Life Nectar of The Surrendered Souls) 31. , Loving Search For The Lost Servant 32. Relative-Worlds. 33. Śrī Śrī Prema Dhāma Deva Stotram (Eng. Beng. Hindi. Spanish. Dutch & French). 34. Reality By Itself & For Itself. 35. Levels of God Realization The Kṛṣṇa Conception. 36. Evidenciā. 37. Śrī Gaudiya Darsan. 38. The Bhāgavata. 39. Sādhu Sanga. (Monthly) 40. La Busqueda De Śrī Kṛṣṇa. 41. The Search.

42. The Divine Message. 43. Haridās Thākur, 44. The Guardian of Devotion. 45. Lives of The Saints 46. Subjective Evolution. 47. Ocean of Nectar.

Printer & Publisher:—Sri Rāma Chandra Brahmachāry
Sri Chaitanya Saraswat Printing Works
Sri Chaitanya Saraswat Math
Kolerganj, P. O.—Nabadwip
Dt. Nadia, West Bengal, India.

বিষয়-সূচী

বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী

—:*:—

বিঃ দ্রঃ—বিঃ—বিষয় সূচী। পৃঃ—পৃষ্ঠা সূচী। শ্লোঃ—শ্লোক সূচী বুঝিতে হইবে।

Available At :—

(1) Sri Chaitanya Saraswat
Math Kolerganj,
P. O. Nabadwip, Dt. Nadia,
West Bengal, India.

(2) Sri Chaitanya Saraswata
Krishnanushilana Sangha
(Regd. No.—S 46506)
487, Dum Dum park,
(OPP. tank no. 3)
Cal.—700055 Phone:—57-3293.

(3) Sri Chaitanya Saraswat Asharam
Vill. & P. O. Hapania,
Dt. Burdwan West Bengal.

(4) Sri Chaitanya Saraswata
Krishnanushilana Sangha
Gourbarsahi, Swargadwar
P. O. & Dt. Puri Orissa. india.

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

"প্রভু কহে—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥
যদি আমা-প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
কৃষ্ণ বিনা কেহ কিছু না বলিবে আর॥"